1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক মুযদালিফা নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সূচিপত্র

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

▶ মাশআরে হারামের মসজিদ



▶ খাবার ও ফুটপাতের হকার



▶ সর্দি ও ফ্লু থেকে সুরক্ষা



▶ মুযদালিফায় অবস্থানের সময়সীমা



▶ জামারাতের জন্য পাথর সংগ্রহ



▶ নিক্ষেপযোগ্য পাথরের বিবরণ



আমি মুযদালিফাতে আমার অবস্থান কীভাবে জানবো?



শৌচাগারসমূহ



গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

এই নির্দেশিকাতে আপনি আপনার হজ যাত্রায় মুযদালিফা দিবসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ জানতে পারবেন।



মুযদালিফা

হাজীভাই! আরাফার ময়দানে শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো কাটানোর পরে এবার আপনি আপনার ঈমানী অভিযাত্রার তৃতীয় স্টেশনের দিকে অগ্রসর হবেন। আর সেটা হলো: মুযদালিফা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

(সুতরাং যখন তোমরা আরাফা থেকে বের হয়ে আসবে, তখন মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর’।)

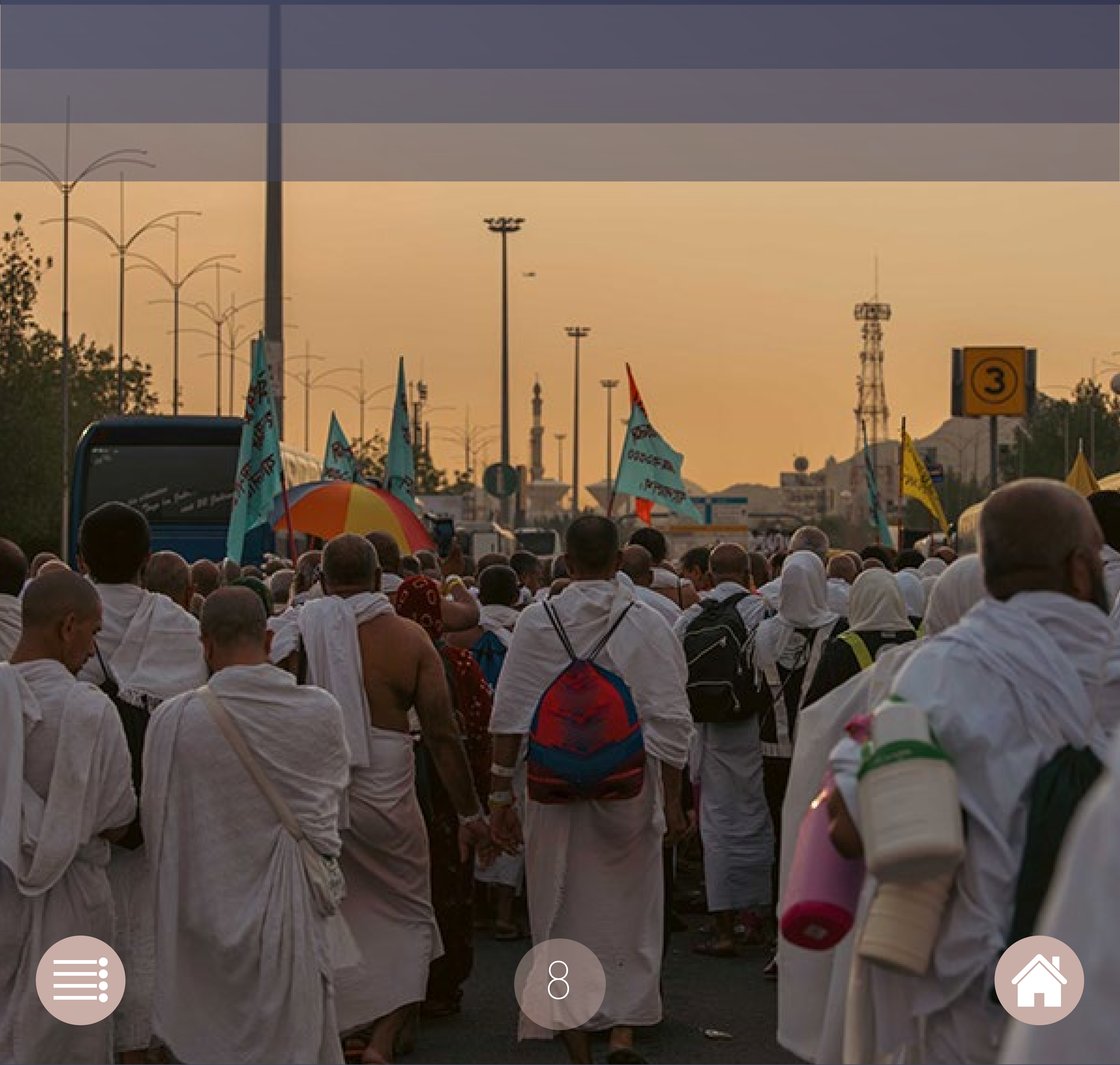
[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৯৮]



মুযদালিফাকে এই নামে দু’টোর যে কোনো একটা কারণে নামকরণ করা হয়েছে:

কারণ মানুষ এখান থেকে হারামের ‘ইযদিলাফ’ তথা কাছাকাছি আসে।

অথবা একারণে যে এখানে মানুষ রাতের একটি ‘যুলাফ’ তথা অংশ কাটিয়ে থাকে।



অন্যান্য নামসমূহ:

মুযদালিফা ‘জাম’ নামেও পরিচিত। কারণ এখানে মানুষ একত্র হয়ে থাকে।

এটাকে ‘মাশআরে হারাম’ও বলা হয়। কেননা এটা হারামের অংশ যা কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত।

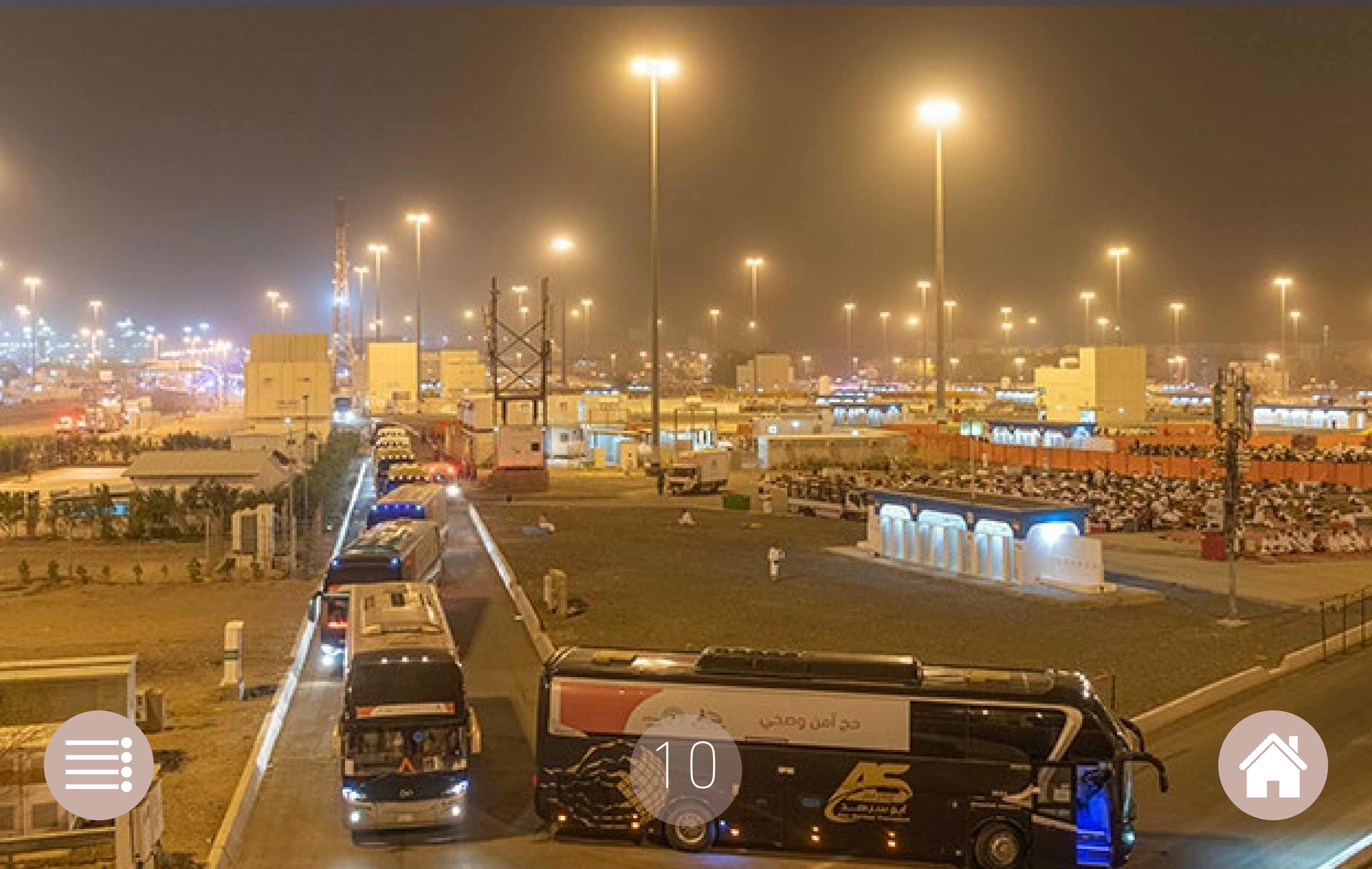


মুযদালিফার অবস্থান:

মুযদালিফা মিনা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত

এটার আয়তন ৯৬৩০ বর্গমিটার

মুযদালিফার যে কোনো স্থানে অবস্থান করা যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমি এখানে অবস্থান করেছি। ‘জাম’ (তথা মুযদালিফার) সর্বত্রই অবস্থান করা যায়’।





মুযদালিফাতে আমি কী করবো?

হজ কাফেলাগুলো মুযদালিফাকে ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে থাকে। অধিকাংশ কাফেলা হাজীদেরকে কার্পেট, বিছানা ও হালকা খাবার সরবরাহ করে। গণশৌচাগারগুলোই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সেখানে গিয়ে প্রথমেই নিজস্ব কাফেলার সঙ্গে মাগরিব ও ইশার নামাজ একত্রে ও 'কসর' হিসেবে পড়বেন।





মুযদালিফায় অবস্থানকালীন সময়ে যথাসম্ভব নিদ্রা গ্রহণ করুন। কারণ সেটা ঈদের দিনের প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে।



সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুযদালিফার আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে থাকে। তাই এমন পোশাক পরা উচিত যা গরম থেকে সুরক্ষিত রাখে।



আপনার ব্যক্তিগত ঔষধগুলো আনতে ও সেগুলো গ্রহণ করতে ভুলবেন না।

যতক্ষণ জাগ্রত থাকেন আল্লাহর জিকির করুন, তার প্রশংসা করুন। তালবিয়া পাঠ করুন।

আপনার ওপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহের কথা উপলব্ধির চেষ্টা করুন। আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দান করেছেন, হজের তাওফীক দিয়েছেন, আরাফাতে এনেছেন, এখানে দুআর সুযোগ দিয়েছেন এই সবকিছু মনে করুন। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তখন মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও তোমরা এর পূর্বে অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে’।



মাশআরে হারাম

মসজিদ



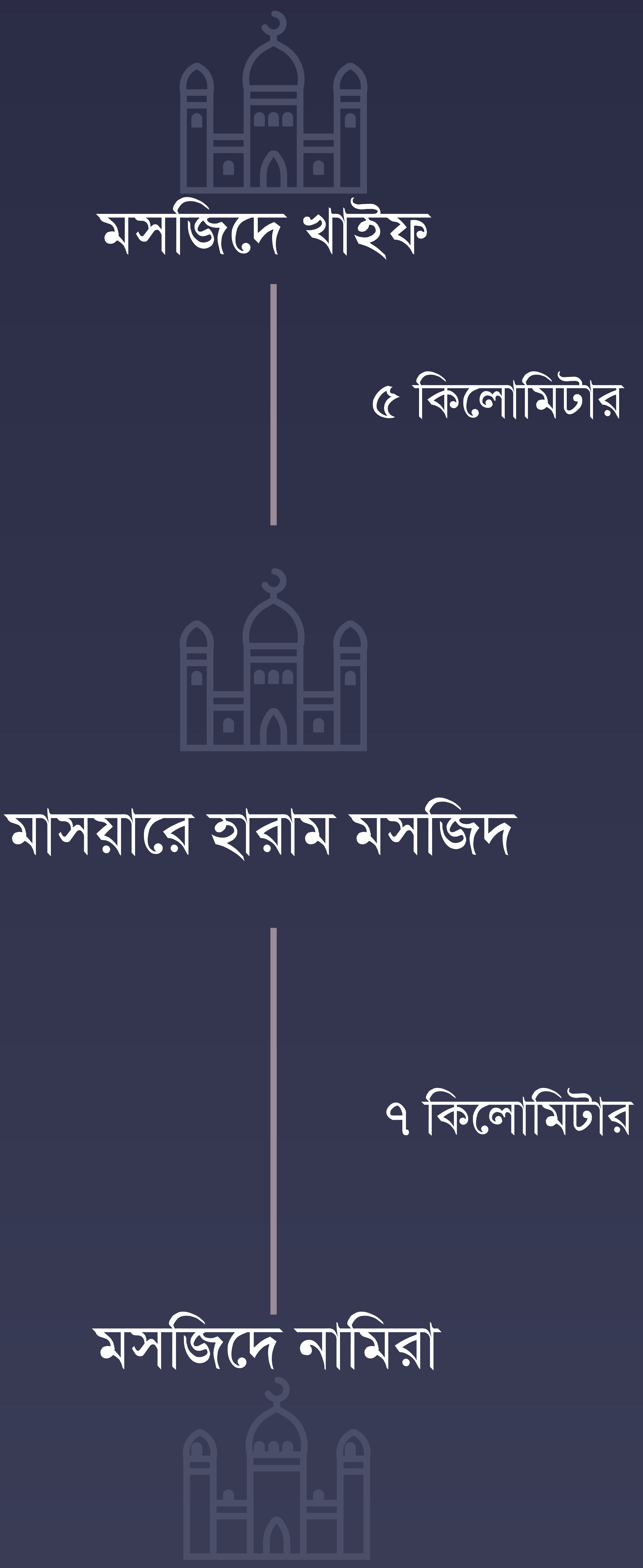
বিদায়হজেরসময়রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফার যেখানে অবস্থান করেছেন সেখানে নির্মিত একটি মসজিদ।

এই মসজিদটি মুযদালিফার চতুর্থ পথচারী সড়ক ও কিং ফয়সাল রোডের মাঝামাঝি অবস্থিত।

এবং মসজিদে নামিরা ও মসজিদে খাইফের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

মসজিদে খাইফ থেকে ৫ কি.মি. দূরে।

মসজিদে নামিরা থেকে ৭ কি.মি. দূরে

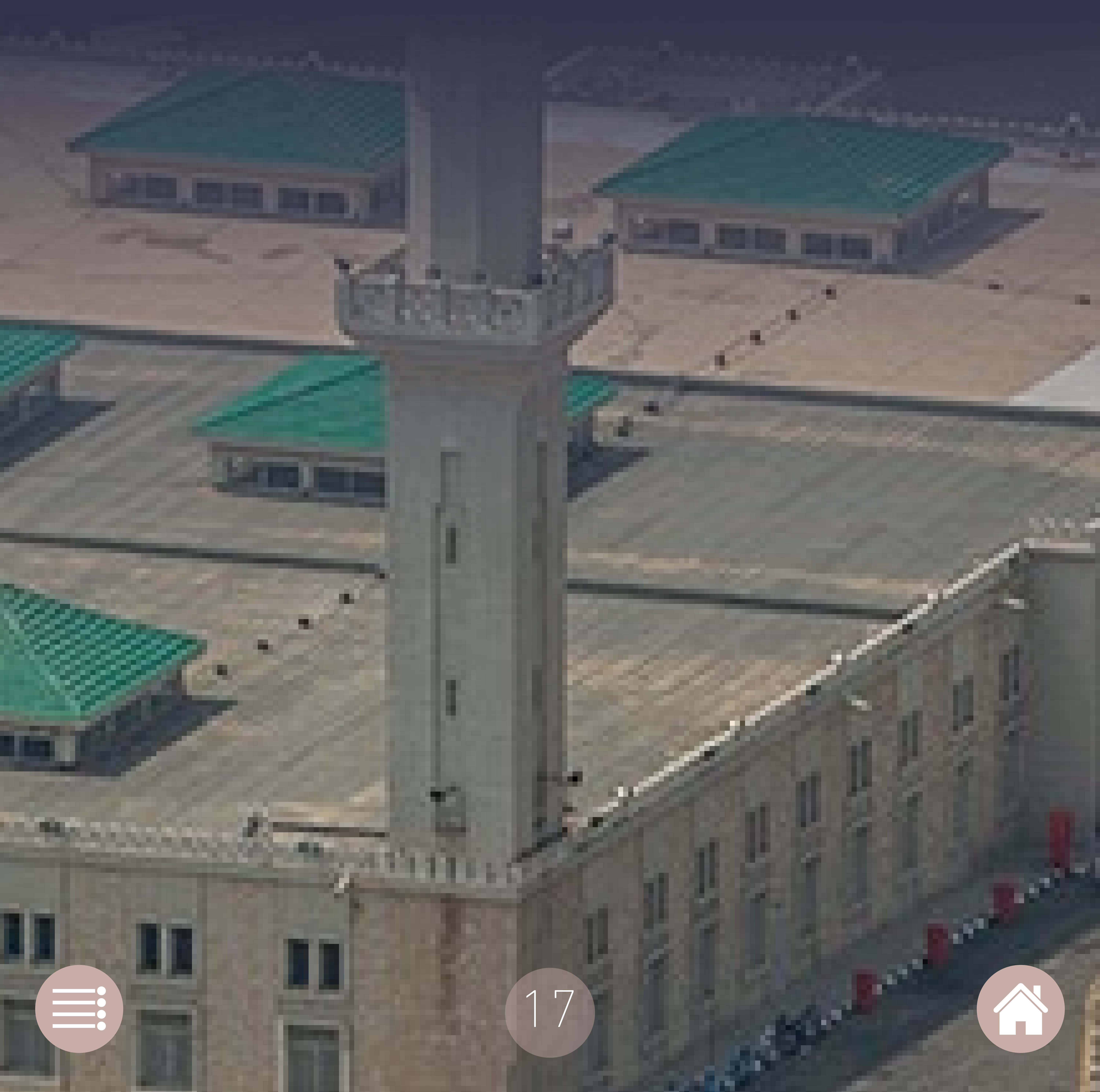


সৌদি আরব এটা সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেছে

এটার দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার
প্রস্থ ৫৬ মিটার

একসঙ্গে প্রায় ১২০০০ মুসল্লী ধারণ করতে পারে

মসজিদটিতে ৩২ মিটার উঁচু দু'টো মিনার রয়েছে





খাবার ও ফুটপাতের হকার





মুযদালিফার রাস্তাঘাটে বিভিন্ন লোকদেরকে খাদ্য ও পানীয় বিক্রি করতে দেখা যায়। আমরা আপনাকে সেগুলো থেকে দূরে থাকাও নিজ কাফেলার পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত খাবার-পানীয়ের মাঝে সীমিত থাকার পরামর্শ দিবো। পাশাপাশি আরও কয়েকটা বিষয়ে সতর্ক থাকুন:



ফুটপাতে তৈরি করা যে কোনো খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখুন ঘরের তাপমাত্রায় রান্না করা খাবার দুই ঘন্টার বেশি রেখে দিলে তাতে জীবাণুর বিস্তার ঘটে এবং খাদ্যে বিষক্রিয়া ছড়ানোর আশংকা দেখা দেয়।

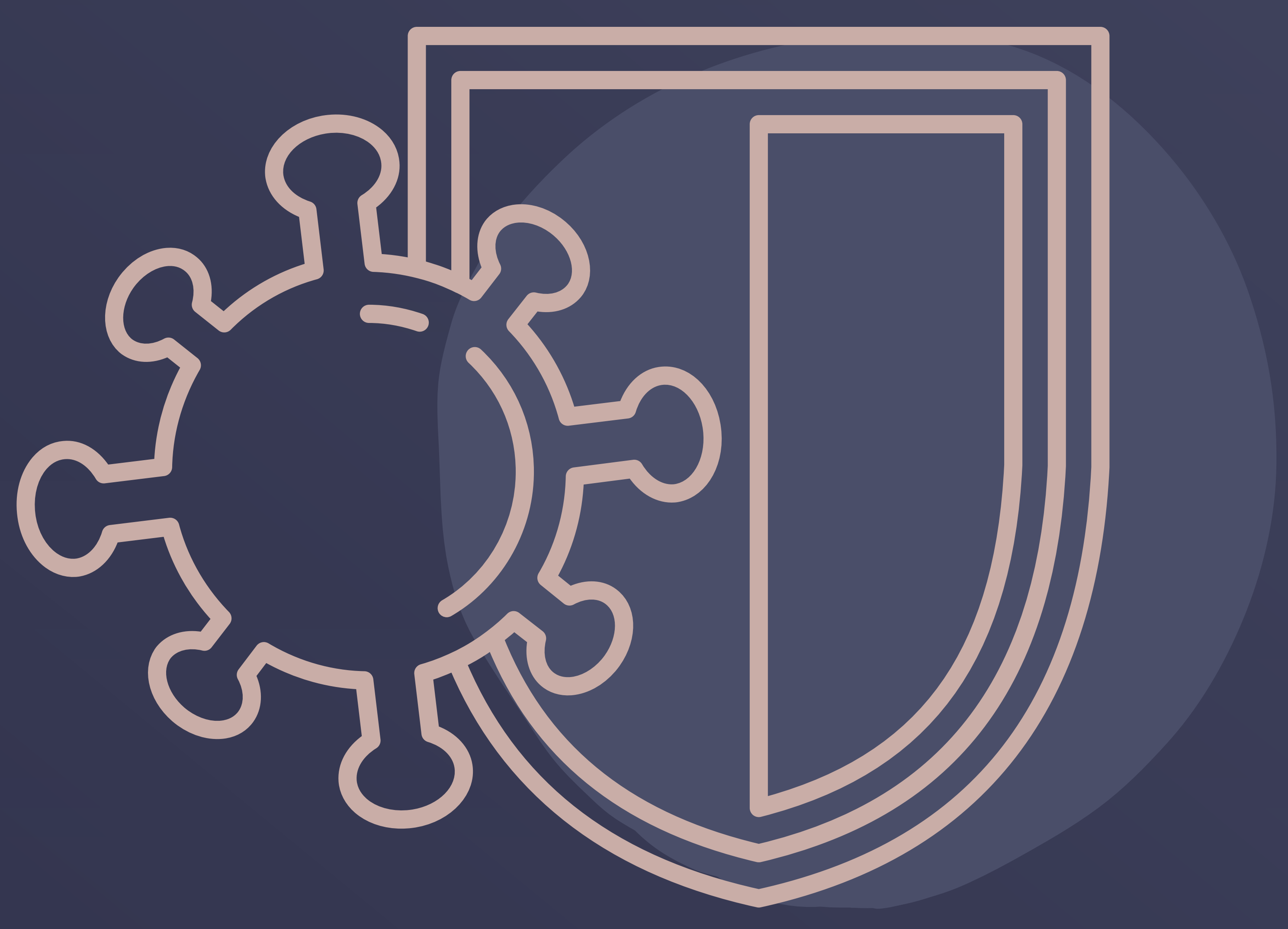


ফল-মূল ও শাক-সবজি খাওয়ার পূর্বে ভালোমতো ধুয়ে নিন।

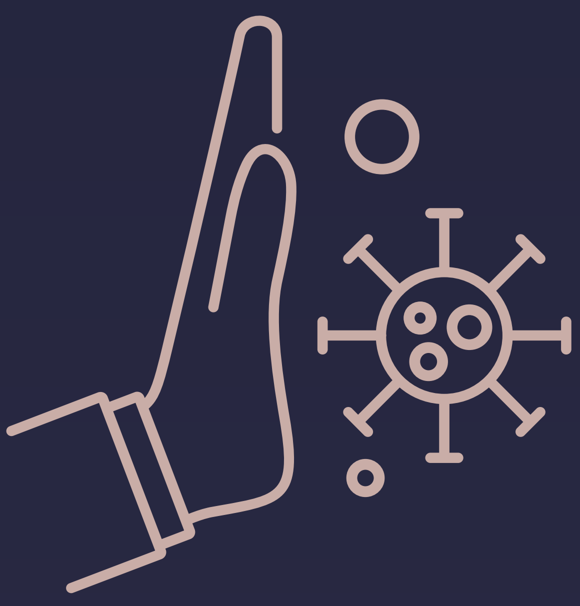


অত্যধিক ঠাণ্ডা পানীয় পান থেকে বিরত থাকুন।

সর্দি ও ফ্লু থেকে সুরক্ষা



হজের শেষ দিনগুলোতে কিছু শ্বাসজনিত রোগের বিস্তার ঘটে। সেগুলো থেকে সুরক্ষিত থাকতে আমরা আপনাকে কিছু পরামর্শ দিবো। তন্মধ্যে:



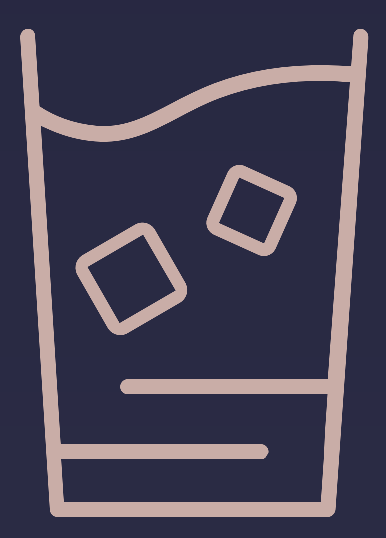
যারা এগুলোতে ভুগছে তাদের সংস্পর্শে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। রোগীর ব্যবহৃত ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ব্যবহার বর্জন করুন।



দুই হাতের পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান থাকুন। হাত দ্বারা চোখ ও নাক স্পর্শ করবেন না। যথাসম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন। সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান করুন।



যথাসাধ্য ভিড় এড়িয়ে চলা ও সর্বদা মাস্ক পরার চেষ্টা করুন।



অত্যধিক ঠাণ্ডা পানি পান থেকে বিরত থাকুন।



যখন তাঁবুতে পৌঁছবেন তখন এসির সরাসরি বাতাস থেকে দূরে থাকুন। বিশেষত শরীর যদি ঘর্মাক্ত থাকে। কারণ দেহের তাপমাত্রার এমন আকস্মিক পরিবর্তন সুস্থতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মুযদালিফায়

অবস্থানের সময়সীমা



মুযদালিফায় অবস্থানের সূচনা হয় আরাফার দিন (যিলহজের ৯ তারিখ) সূর্যাস্তের পর থেকে

মুযদালিফায় সর্বনিম্ন ঠিক কতক্ষণ থাকতে হবে এব্যাপারে ফিকহী মাযহাবগুলোর মতামত ভিন্ন। কোনো মতে, স্রেফ সেখান থেকে অতিক্রম করা ও সামান্য বিশ্রাম নেয়াই যথেষ্ট। কারও মতে, অর্ধরাত বা রাতের দুই তৃতীয়াংশ কিংবা ফজর পর্যন্ত থাকতে হবে।



রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফাতে সারা রাত থেকেছেন। সেখানে ফজর পড়েছেন। আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন। অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন।





তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল নারী ও তাদের সঙ্গে থাকা লোকদেরকে মুযদালিফা থেকে ফজরের আগেই বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মাঝে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন।



এক্ষেত্রে হাজীদের কর্তব্য হলো নিজ কাফেলার নির্ধারিত সময়সূচি অনুসরণ করা। কারণ বিষয়টি শরীয়তে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবাকে আগে আগে বের হবার অনুমতিও দিয়েছেন। সাধারণত প্রত্যেক কাফেলাতেই নারী ও বয়স্করা থাকেন।





জামারাতের জন্য

পাথর সংগ্রহ

হাজীর জন্য মুযদালিফা থেকে বের হবার পূর্বে ৭টি (নুড়ি) পাথর সংগ্রহ করা বৈধ যা ঈদের দিন তিনি জামরায়ে আকাবাতে নিক্ষেপ করবেন। তবে যদি মিনা কিংবা অন্য কোথাও থেকে পাথর সংগ্রহ করেন সেটাও বৈধ হবে।



তবে বাকি দিনগুলোর পাথরও মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করবে না। কারণ সেটা হাজীর জন্য কষ্টকর হবে। তাছাড়া এটা শরীয়তে প্রমাণিতও নয়। বাকি দিনগুলোর পাথর বরং মিনা কিংবা অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করবে।

এসব পাথর ধোয়া কিংবা সেগুলোতে সুগন্ধি মাখানো বৈধ নয়।





নিক্ষেপযোগ্য

পাথরের বিবরণ

ছোট (নুড়ি) পাথর

বুলেটের চেয়ে ছোট। মটর (ডাল) কিংবা খেজুরের বিচির মতো আকারের।

ছোট-বড় ১ সে.মি. এর কাছাকাছি

বড় পাথর এড়িয়ে চলবেন।



পাথরের আকার-আকৃতি কিংবা সৌন্দর্য ইত্যাদির প্রতি মনোযোগী হবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামরাতে নিক্ষেপের জন্য তাঁর হাতে এক মুষ্টি পাথর নিয়ে বলেন, ‘এধরনের পাথর নিক্ষেপ করো। দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকো। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে’।





আমি মুযদালিফাতে আমার অবস্থান কীভাবে জানবো?

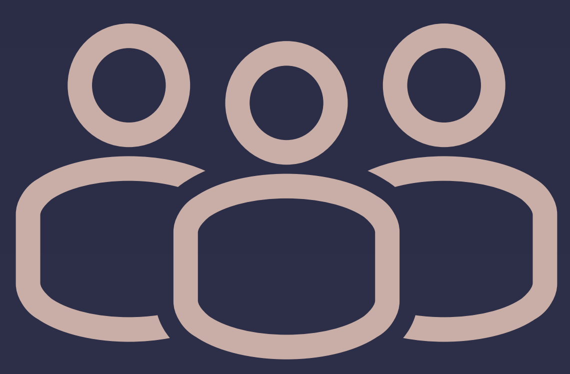


নিজ কাফেলার সীমার ভেতরে নিজেদের তাঁবুতে থাকুন। প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোথাও যাবেন না।





গুগল ম্যাপ কিংবা এজাতীয় জিপিএস (GPS) সেবাগুলোর মাধ্যমে মোবাইলে নিজের অবস্থান সেভ করে রাখুন।



আশপাশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন মনে রাখুন। দূরে একান্ত কোথাও যেতে হলে সঙ্গী নিয়ে যান।

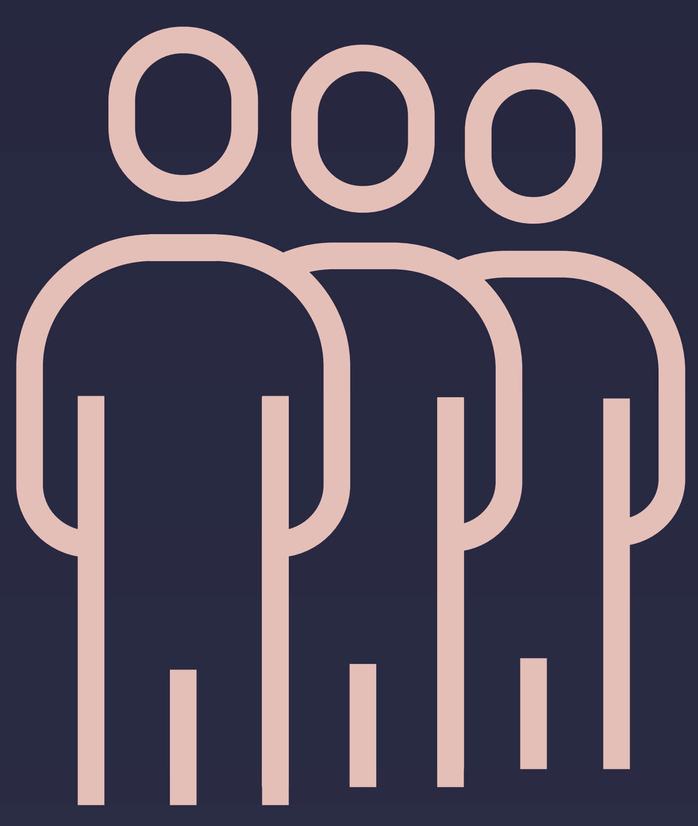


মুযদালিফার বাস, পথঘাট, স্টেশনগুলো সব দেখতে প্রায় কাছাকাছি। তাই নিজের কাফেলার সঙ্গে থাকুন। একা একা কোথাও যাবেন না। আপনার বাস বা কাফেলার সুপারভাইজারকে চিনে রাখুন। সর্বদা তার অনুমতি নিন। যে কোনো প্রয়োজনে তার সঙ্গে পরামর্শ করুন।



শৌচাগারসমূহ

মুযদালিফার চতুর্দিকে শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং আপনি কাফেলার সঙ্গে যেখানে অবতরণ করবেন পাশেই নারী ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র শৌচাগার, উজুখানা ইত্যাদি দেখতে পাবেন।



এসব স্থানে সিরিয়াল বজায় রাখুন। কেউ আপনার আগে থাকলে তাকে আগে রাখুন।



পরিচ্ছন্নতার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান থাকুন। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলুন।



যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলে হাজীদেরকে কষ্ট দিবেন না। মনে রাখুন- মুযদালিফা হারামের অংশ যা আমাদেরকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মুমিন সর্বাবস্থায় সর্বত্র পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য আদিষ্ট। (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাওবা কারীদেরকে ভালোবাসেন। আর তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন)



আপনার কাছাকাছি শৌচাগারগুলোর অবস্থান জানতে এখানে ক্লিক করুন।

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

هيئة الهلال الأحمر السعودي — SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

الدفاع المدني

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

SFDA
الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحـج والعـمـرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH